খুচরো কথা - ৮

নন্দিনী হোসেন

সাতরং এর বাহ্যিক চেহারা বদলানো হলো। আশা করি নতুন সাইট আপনাদের ভালো লাগবে। মতামত জানালে খুশী হবো। ফন্ট নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। ইউনিকোড ব্যবহার করাতে কিছু কিছু পাঠকের হয়ত সমস্যা হচ্ছে। ফন্ট ডাউনলোড করে নিলে সমস্যা থাকার কথা নয়। সাতরং এ আরেকটা নতুন বিষয় সংযোজন করা হলো। তা হচ্ছে সাতরং ফোরাম। ফোরাম সংযোজন করার কারণ হলো, প্রায় প্রতিদিন বেশ কিছু লেখা আসে যার সব কিছু ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তাই কিছু কিছু লেখা বাধ্য হয়ে বাদ দিতেই হয়। এখন থেকে তা ফোরামে দেওয়া যাবে। তাছাড়া ফোরামের মাধ্যমে মতামত/আলোচনাচক্র গড়ে তোলা অনেক বেশী সহজতর। এখন থেকে সাতরং এ লেখা পাঠানোর ই-মেইল এড্রেস এর সাথে **cc** করে তা ফোরামেও পাঠানো যাবে। এড্রেস **sa7rong@yahoogroups.com.**যারা সাতরং ফোরামের সদস্য হতে আগ্রহী তাদেরকে অনুরোধ করছি নতুন সাইটের উপরের ডান পাশে ফোরাম লেখা টাবে **Click** করে গ্রুপে জয়েন করতে পারবেন। পাঠক/লেখকদের সহযোগীতা নিয়ে এই গ্রুপ এগিয়ে যাবে বলে আমি আশাবাদী। গ্রুপের মডারেটর হিসেবে আমার সাথে আরও দু’জন থাকবেন। তাদের একজন নাহিয়ান মোহাইমিন অন্যজন পয়ার হোসেন। দুজনেরই বাস লন্ডনে। বয়স বিশের কোটায় এবং পেশায় ছাত্র।

নতুন সাইটে আগের সব গুলো লেখা দিতে হয়ত আরও কদিন সময় লাগবে। আশা করি আগামী কিছুদিনের মধ্যে একে একে সব লেখা গুছিয়ে রাখা সম্ভব হবে।

যাই হোক। ভীষণ ব্যস্ততাহেতু নিয়মিত লিখালিখি চালিয়ে যেতে চাইলেও তা সম্ভব হচ্ছে না । অবশ্য নিয়মিত পড়ার চেষ্টা করি। দেশের বর্তমান গার্মেন্টস শিল্পে বিরাজমান সমস্যা নিয়ে জেনী চৌধুরীর সর্বশেষ লেখাটির সাথে আমি সম্পুর্ণ একমত পোষণ করি । বিশেষ করে গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকদের নিয়ে উত্তাপিত তাঁর শংখাটি শতভাগ সত্যি। শিল্প মালিকদের ও রাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়েই সবাই উদগ্রীব কিন্তু বিপুল, বিশাল এই নারী শ্রমিকদের বিষয়ে সবাই নীরব। আজ যদি গার্মেন্টস শিল্প বন্ধ হয়, তাহলে লক্ষ লক্ষ নারী এবং সেই সাথে তার উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলোর উপর কি চরম দুর্দশা নেমে আসবে তা সময় থাকতেই সংশ্লিষ্ট মহলের ভাবা প্রয়োজন বলে মনে করি। জেনীকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এমন একটা জ্বলন্ত ইস্যু আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরবার জন্য।

কল্যাণ হোক সবার।